নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন (সিএমসি) সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং উপকরণ

CMC Training Manual and Materials

USAID

আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

Department of Fisheries

Department of Environment

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন (সিএমসি) সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং উপকরণ

CMC Training Manual and Materials

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বাস্তবায়নে : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়ন সহযোগিতায়: ইন্টারন্যাশনাল রিসোর্স গ্রুপ(আই আর জি) ও
সহযোগী সংস্থা সমূহ এবং সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আইপ্যাক) প্রকল্প
অর্থায়নে: ইউ এস এ আই ডি

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

Department of Fisheries

Department of Environment

প্রশিক্ষণ মডিউল

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্য/সদস্যাদের জন্য
সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (আইপ্যাক)
স্থানঃ--------
------------, ২০১১

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণঃ

- আইপ্যাক প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি এবং প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের গুরুত্ব ও কমিউনিটি উন্নয়ন বিষয়ে ধারণ পাবেন;
- 'নিসর্গ নেটওয়ার্ক' ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তন, এর কারণ ও প্রভাবসমূহ জানতে পারবেন এবং অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন;
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর সদস্য/সদস্যাদের কার্য্যপরিধি, কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- যৌথ পেট্রোলিং ও পিপলস ফোরাম বিষয়ে জানতে পারবেন।
- বন্যপ্রাণী, ইট-পোড়ানো আইন ও বন সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবেন
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন

প্রশিক্ষণের মেয়াদঃ একদিন

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৯.৩০-০৯.৪০	নিবন্ধন	নিবন্ধন ফরম	এসসি/এসএফ
৯.৪০-১০.০০	উদ্বোধন, স্বাগত বক্তব্য ও প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি	আলোচনা, পেয়ার গ্রুপ পরিচয়	ডিএফও/এসিএফ/সিবিটি/সিডি
১০.০০-১০.১৫	রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও কম্যুনিটি উন্নয়ন; পানি, জীববৈচিত্র্য ও কার্বনের আলোকে বনভূমির রক্ষিত এলাকার প্রতিবেশের গুরুত্ব ও সেবা সমূহ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	সিবিটি
১০.১৫-১০.৩০	আইপ্যাক প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট	সিবিটি
১০.৩০-১১.০০	আইপ্যাক প্রকল্প ও এর কাজের পদ্ধতি, কর্মকৌশল, কার্যাবলী এবং কর্ম এলাকা; নিসর্গ নেটওয়ার্কঃ উদ্দেশ্য ও কর্ম কৌশল	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	সিবিটি
১১ঃ০০-১১ঃ৩০	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	আইপ্যাক ক্লাসটার
১১ঃ৩০-০১.০০	সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও সুশাসন, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্য; ভিসিএফ, পিএফ এবং সিপিজির উদ্দেশ্য, গঠন প্রক্রিয়া এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	সিডি

০১.০০-১.৩০	এআইজি এবং এলডিএফ এর উদ্দেশ্যাবলী ও কর্যক্রমসমূহ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	জিএম
০১.৩০-০২ঃ১৫	**স্বাস্থ্য বিরতি ও দুপুরের খাবার**	**অংশগ্রহণকরীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা**	**আইপ্যাক ক্লাসটার**
০২ঃ১৫-০২.৩০	বন্যপ্রাণী, বন সংরক্ষণ আইন এবং ইট-পোড়ানো আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ও সাধারণ ধারণা	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	সিবিটি
০২.৩০-০২.৪৫	জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের উপর এর প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশল	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা	সিবিটি
০২.৪৫-০৩.৩০	ক্লাস্টার পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পণা তৈরী প্রক্রিয়া এবং পরিকল্পণা তৈরীতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ভুমিকা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পণা বাস্তবায়নে অর্থের উৎস	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পণা ফরমেট, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট	সিবিটি/এসসি
০৩.৩০-০৩.৪৫	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**আইপ্যাক ক্লাসটার**
০৩.৪৫-০৪.০০	উন্মুক্ত আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	প্রশ্ন ও উত্তর	সিডি
০৪.০০-০৪.১৫	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন	মূল্যায়ন ফরমেট	এসসি
০৪.১৫-০৪ঃ৩০	**প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষনা**	**অংশগ্রহণমূলক আলোচনা**	**সিবিটি এবং সিডি**

বি.দ্র.

ডিএফও-	ডিভিশনার ফরেস্ট অফিসার
সিবিটি-	কেপাসিটি বিল্ডিং টিম
এসিএফ-	এসিসটেন্ট কনজারভেটর অফ ফরেস্টস
সিডি-	ক্লাসটার ডাইরেক্টর
এসসি-	সাইট কো-অর্ডিনেটর
এসএফ-	সাইট ফেসিলিটেটর

Integrated Protected Area Co-Management Project

Training Module/Schedule for the Members of Co-Management Committee (CMC)

Duration of Training: One Day

Time	Training Session/Topics	Training Method	Facilitation
9.30- 9.40 am	Registration	Registration Form	SC/SF
9.40-10.00 am	Inauguration, Introduction and Ice Breaking/setting learning environment	Lecture, Pair/self introduction	CD/DFO/ACF, Facilitator/CBT
10.00-10.15 am	Introduction and Background of IPAC Project	Lecture, PPP/Flip Chat	Facilitator/CBT
10.15-10.30 am	PA Conservation and Community Development; Importance & Services of Forest PA Ecosystem focus on water, biodiversity & carbon	PPP/Flip Chat, Large group discussion	Facilitator/CBT
10.30-11.00	IPAC Project and its working process & strategy, functions, working area. Nishorgo Network: Purpose and working strategy	PPP/Flip Chat, Large group discussion	Facilitator/CBT
11.00-11.30 am	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**IPAC Cluster**
11.30-1.00 pm	Co-management system & Objectives, CMO and Governance, Roles & Responsibilities of CMC. Purpose, formation process, Roles & Responsibilities of VCF, PF and CPG	PPP/Flip Chat, Large group discussion	CD
1.30-2.15 pm	**Health Break and Lunch**	**Arrange of food for participants**	**IPAC Cluster**
2.15-3.00 pm	Objectives and activities of AIG and LDF	PPP/Flip Chat, Large group discussion	GM
3.00-3.15 pm	Primary and basic knowledge on Wildlife & Forests Preservation Acts and Acts on Break Field & Saw mills	PPP/Flip Chat, Large group discussion	Facilitator/CBT
3.15-3.30 pm	Climate Change and its impact on Environment & Livelihood of Poor People and adaptation strategy	PPP/Flip Chat, Large group discussion	Facilitator/CBT
3.30-3.40 pm	**Health Break and Tea**	**Supply amongst participants**	**IPAC Cluster**
3.40-4.25 pm	Preparation of Annual Development Plan at cluster level & its process and roles of CMC in ADP preparation, sources of Fund for ADP implementation	ADP Format, PPP/Flip Chart	SC
4.25-4.40 pm	Open Discussion and Question and Answer	Q&A	CD
4.40-4.55 pm	Training Evaluation	Day Evaluation Format	SC
4.55-5.00 pm	**Closing Remakes and feeling sharing**	**Lecture and Participation**	**Cluster Director & CBT**

Note:
- DFO- Divisional Forest Officer
- CBT- Capacity Building Team
- ACF- Assistant Conservation of Forests
- CD- Cluster Director
- SC- Site Coordinator
- SF- Site Facilitator

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সদস্যদের প্রশিক্ষণ কোর্স

স্বাগতম

----------ক্লাসটার,------

---------------, ২০১১-১২

আয়োজনেঃ আইপ্যাক প্রকল্প

1

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা

- আইপ্যাক প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি
- রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের গুরুত্ব ও কমিউনিটি উন্নয়ন
- 'নিসর্গ নেটওয়ার্ক' এর পটভূমি, কার্যক্রম ও কর্ম এলাকা
- জলবায়ু পরিবর্তন, এর কারণ ও প্রভাবসমূহ এবং অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরী
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর সদস্য/সদস্যাদের কার্য্যপরিধি, কাঠামো সম্পর্কে ধারণা
- যৌথ পেট্রোলিং ও পিপলস ফোরাম বিষয়ে ধারণা
- বন্যপ্রাণী, ইট-পোড়ানো আইন ও বন সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর প্রাথমিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন

২

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

রক্ষিত এলাকার সংরক্ষণ ও কমিউনিটি উন্নয়ন

3

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বন: ক্রমহ্রাসমান এবং হুমকির সম্মুখীন সম্পদ

- বন উজাড়িকরণের হার অত্যধিক
- অবশিষ্ট বন সংরক্ষণে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ
- লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার উৎস
- মাথাপিছু বনভূমির পরিমান ০.০২ হেক্টর (০.০৫ একরের চাইতে কম) যা পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে কম
- রক্ষিত এলাকা মাত্র ১.৭৮% - সর্বনিম্ন প্রয়োজন ১০%

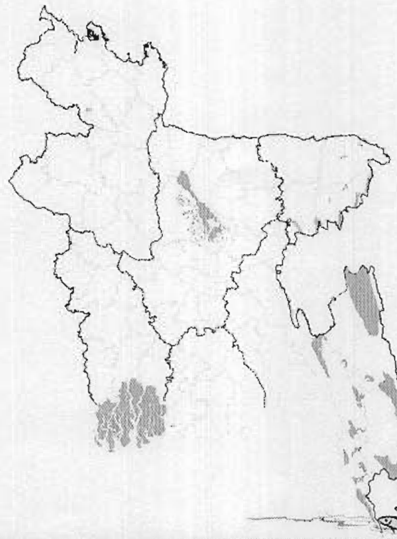

4

মধুপুর বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- মধুপুর শাল বনের আয়তন সর্বমোট ২৪,২৯২ হেক্টর, যার মধ্যে ৮,৪৩৬ হেক্টর মধুপুর জাতীয় পার্কের আওতাধীণ
- আইপ্যাক মধুপুর সাইটে বংসাই নদী, বনের ভিতর ছোট হ্রদ রয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি পুকুরও রয়েছে।
- বিগত ১৯৬৮ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩৮ বৎসরে ৬৫% বনাঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।
- গবেষণায় দেখা গেছে ১৭৬ প্রজাতীর উদ্ভিদ, ৪ প্রজাতির উভচর, ৭ প্রজাতীর সরীসৃপ, ৩৮ প্রজাতীর পাখী এবং ১১ প্রজাতীর স্তন্যপায়ী প্রাণীকে চিহ্নিত করা গেছে। এছাড়াও বহু প্রকার ঔষধী উদ্ভিদও পাওয়া যায়।
- বিগত শতাব্দিতে এই মধুপুর বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের মধ্যে হাতী, বিভিন্ন প্রজাতীর ইন্ডিয়ান বাঘ, ভল্লুক , ময়ুর, টিয়া ইত্যাদি এক সময়ে ভরপুর ছিল।
- ২,৩৭৯ একর জমিতে মোট ৪টি রাবার বাগান রয়েছে। যা ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত রোপন করা হয়েছে। রাবার বাগানে কমপক্ষে ১২৭৬ জন শ্রমীক কাজ করে জীবিকা অর্জন করে।
- ১৫,০০০ আদিবাসী এবং ৪২,০০০ অন্যজাতী এই মধুপার জতীয় উদ্যান এলাকায় বসবাস করে (২০০৯), যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই পার্কের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল।
- বহিঃ প্রজাতীর বৃক্ষও এই এলাকায় রোপন করা হয়েছে, যার মধ্যে আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, ম্যানজিয়াম, ম্যালাকানা অন্যতম।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সংরক্ষণের আশু প্রয়োজনীয়তা:
টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তুলনামূলক চিত্র
১৯৯৫ এবং ২০০৩ সাল

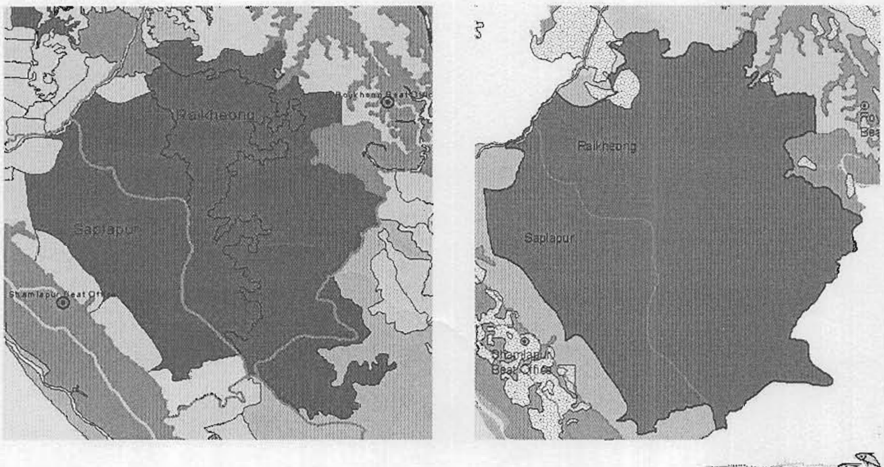

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মিঠাপানির জলাভূমিঃ জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে

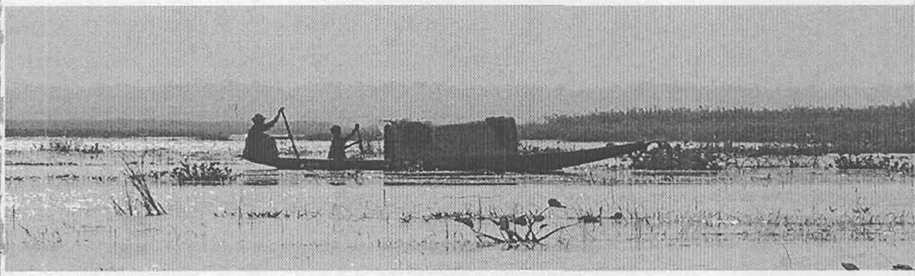

ইতোমধ্যে ৫০% জলাভূমি হারিয়ে গেছে অথবা বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে

- অবৈধ দখল ঃ পানি সেচ/নিষ্কাসন, ফসলি জমিতে রূপান্তর ,
- উঁচু এলাকার ভূমি ক্ষয় এবং নিম্নভূমি এলাকা ভরাট বসতভূমি তৈরী
- পানি দূষন : ইট, কলকারখানা, গার্মেন্টস প্রভৃতি হতে বর্জ্য নিষ্কাশন
- অতি মাত্রায় জলজ সম্পদ আহরন

→ চর

not clear enough compare list better

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশে হুমকির সম্মুখিন প্রজাতিসমূহ

আইইউসিএন, বাংলাদেশ ২০১০ এর সূত্রমতে:

প্রাণিকুল	প্রজাতি সংখ্যা
স্তন্যপায়ী প্রাণী	৪০
পাখী	৪১
উভচর প্রাণী	৮
সরীসৃপ	৫৮
মৎস্য	৫৪

বাংলাদেশে প্রাণীপ্রজাতির মধ্যে ১২ ধরণের প্রজাতি হারিয়ে গেছে (রহমান ২০০৪)

Hooded Pitta

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

প্রকৃতি সংরক্ষণ ঃ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- মাটি, পানি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ গ্রামীন উৎপাদন পদ্ধতির মূল ভিত্তি:
  - কৃষি, মৎস্য ও প্রানি সম্পদ
  - বন, বসতবাটিতে বাগান, ফলমূলের বাগান
- গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী বন ও জলাভূমির জ্বালানী, নির্মাণসামগ্রী, ফলমূল, ঔষধি বৃক্ষ, মাছ, পশুখাদ্য, ও অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্যসহ জীবিকার জন্য নির্ভরশীল
- প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সেবা, বিশেষ করে জলাধার সংরক্ষণ, পানি সরবরাহ, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিনোদন প্রভৃতি প্রদান করে থাকে

9

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন ?

- প্রতিবেশগত অপরিহার্যতা
  - ➢ বাস্তু পর্যায়ের সেবাসমূহ
    - ✓ পানি সরবরাহ / জলাধার সংরক্ষণ/ মাটি ও পানি সংরক্ষণ
    - ✓ খাদ্য সরবরাহ /খাদ্য নিরাপত্তা
    - ✓ জলবায়ু পরিবর্তন উপশমন এবং অভিযোজন
  - ➢ প্রতিবেশগত মূলনীতিসমূহ
    - ✓ সব কিছুই সবার সাথে সম্পৃক্ত
- অর্থনৈতিক আবশ্যকতা
  - ➢ প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থা
    - ✓ কৃষি
    - ✓ মৎস্য এবং অন্যান্য গ্রামীন জীবিকায়নসমূহ
    - ✓ ঔষধি বৃক্ষ অন্যান্য গৌণ বনজ সম্পদসমূহ
  - ➢ পরিবেশবান্ধব পর্যটন

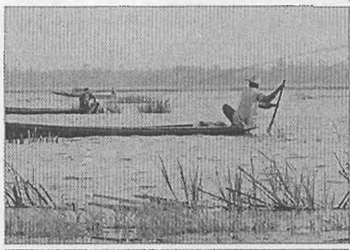

10

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সুন্দরবন ঃ ঘুর্নিঝড় থেকে সুরক্ষা এবং বহুবিধ পরিবেশগত সুবিধাদি সমৃদ্ধ

- জোয়ার-ভাটা ও তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষাকারী
- জীববৈচিত্র্যের ভান্ডার হিসেবে খ্যাত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন
- ১৯৯২ সালে ঘোষিত রামসার জলাভুমি এলাকা এবং ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত "বিশ্ব
- ঐতিহ্য" এলাকা
- প্রায় ৪০০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বাঘসমৃদ্ধ বন।
- মাছ ও চিংড়ির প্রজনন কেন্দ্র
- জলজ ও স্তন্যপায়ী প্রাণিবৈচিত্র্যের আধার ঃ ডলফিন, শুশুক
- পরিবেশবান্ধব পর্যটনের গন্তব্যস্থল

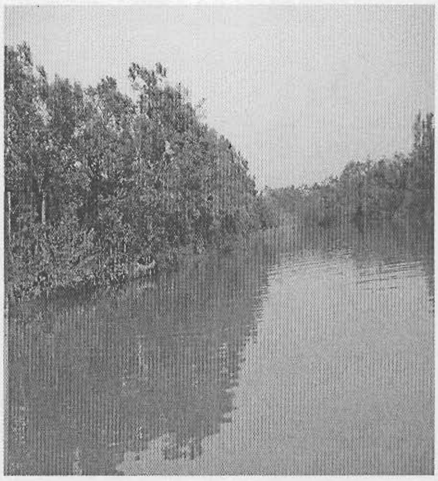

11

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা

- মৎস্যজীবি পরিবার: ৬০-৮০%
- বাড়ীর আশে-পাশের জলজ উদ্ভিদ
  - খাদ্য ৬০% +
  - পশু খাদ্য ৩৩%
- অন্যান্য বনজ ও জলজ ভূমির দ্রব্যাদি ঃ ঔষধিসমূহ, জ্বালানী, বা গৃহের আচ্ছাদন
- আনুমানিক ৮০% গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী সুবিধাপ্রাপ্ত

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি

13

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি

- আইপ্যাক হল সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (ইন্টিগ্রেটেড প্রটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট) প্রকল্প।
- ২০০৮ সালের জুন মাসে আইপ্যাক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৮ নভেম্বর ২০০৮ সালে।
- পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হবে।
- ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে ১৯৯৮-২০০৮ সাল পর্যন্ত পরিচালিত ম্যানেজমেন্ট অব অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম থ্রো কমিউনিটি হাসবেনড্রি (এমএসিএইচ-মাচ) প্রকল্পের সফলতার কারণেই আইপ্যাক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

USAID · Department of Fisheries · Department of Environment

14

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি

- রক্ষিত বনাঞ্চলে সহ-ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে আইপ্যাক বন বিভাগের নিসর্গ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
- নিসর্গ ও মাচ্ প্রকল্প সম্পদ ব্যবহারকারী ও এদের সম্পর্কিত সংগঠন সমূহকে শক্তিশালী করার জন্য বিনিয়োগ করেছে। এই বিনিয়োগের ফলস্বরূপ বৃহৎ সংখ্যক স্থানীয় জনগণকে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাদের এই ব্যবস্থাপনায় কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে আইপ্যাক প্রকল্প। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধাদি পেতেও আইপ্যাক সহায়তা করছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারীদের আয় ও জীবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতেও আইপ্যাক সহায়তা করছে।

who? USAID/IP

USAID | Department of Fisheries | Department of Environment

15

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক প্রকল্প

16

আইপ্যাকের কর্যক্রম

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- সচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন
- এআইজিএ-এর মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন
- রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা ও এর স্থায়িত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন
- বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার ও কমিউনিটির মধ্যে আলোচনার মধ্যমে যোগসূত্র গঠন
- কমিউনিটি লোকদের সুযোগসুবিধার উন্নয়ন

প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- পাঁচ বছর মেয়াদি (৫ জুন ২০০৮-৪ জনু ২০১৩) প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
- আইআরজি ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের (বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থনীয় সরকার, ৪টি ক্লাসটার ও ১টি সাব-ক্লাসটারের সমাজভিত্তিক সংগঠন) কারিগরী সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্থবায়ত হচ্ছে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাকের পরিধি

- ২৫টি রক্ষিত এলাকা/সাইট
- (বনভূমিঃ ১৮টি, জলাভূমিঃ ৩টি, ইসিএঃ ৪টি)
- ২৫টি রক্ষিত এলাকায় ৫টি ক্লাসটার অফিস
- ৫১টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন
- (সিএমসিঃ ১৯টি, আরএমওঃ ১৭টি ও ইউনিয়ন ইসিএ কমিটিঃ ১৫টি)

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. জলাভূমি, বনভূমি এবং পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ (ECA) সহ রক্ষিত এলাকাসমূহের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গঠন ।

২. রক্ষিত এলাকাসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন।

৩. সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় এলাকা বাড়ানো এবং স্থানীয় জনগণকে সুবিধা প্রদান।

৪. জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান।

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমর্থন যোগানো।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

- রক্ষিত এলাকা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সম্মিলিত সহ-ব্যবস্থাপনা পরিচালনা নীতিমালা প্রস্তুত করা। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা, সার্বক্ষনিক নজর রাখা, নীতিমালা পর্যালোচনা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়া। স্থায়ী অর্থসহায়তার জন্য সহযোগী বাড়ানো, আইটরিচ ও যোগযোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মকর্তা, এনজিও ও স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তায় প্রশিক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাধীন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।

২১

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

কর্ম এলাকা

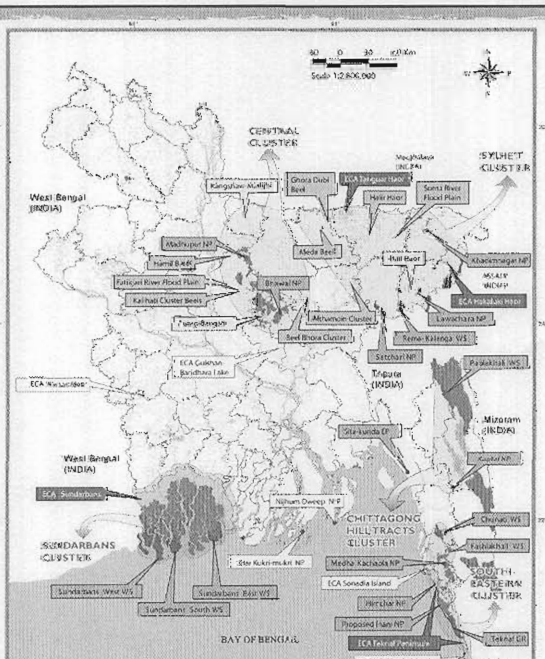

২২

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক ক্লাস্টার ও সাইটসমূহ

সিলেট ক্লাস্টার

রক্ষিত এরিয়া	অধিদপ্তর
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বন অধিদপ্তর
খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
হাইল হাওর	মৎস্য অধিদপ্তর
টাংগুয়ার হাওর-ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
হাকালুকি হাওর- ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর

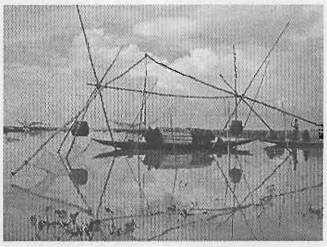

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক ক্লাস্টার ও সাইটসমূহ

সেন্ট্রাল ক্লাষ্টার

রক্ষিত এরিয়া	অধিদপ্তর
মধুপুর জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর
তুরাগ-বংশী	মৎস্য অধিদপ্তর
কংশ-মালিঝি	মৎস্য অধিদপ্তর

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক ক্লাস্টার ও সাইটসমূহ

৩. দক্ষিণ-পূর্ব ক্লাস্টার

রক্ষিত এরিয়া	অধিদপ্তর
টেকনাফ বন¨প্রাণী অভয়ারণ¨	বন অধিদপ্তর
টেকনাফ পেনিনসুলা - ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর
চুনতি বন¨প্রাণী অভয়ারণ	বন অধিদপ্তর
ফাসিয়াখালী বন¨প্রাণী অভয়ারণ	বন অধিদপ্তর
মেধা-কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ¨ান	বন অধিদপ্তর
হিমছড়ি জাতীয় উদ¨ান	বন অধিদপ্তর
ইনানী জাতীয় উদ¨ান	বন অধিদপ্তর
দুধপুকুরিয়া বন¨প্রাণী অভয়ারণ¨	বন অধিদপ্তর

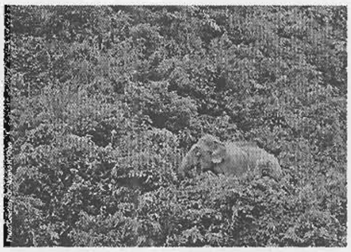

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক ক্লাস্টার ও সাইটসমূহ

৪. সুন্দরবন ক্লাস্টার

রক্ষিত এরিয়া	অধিদপ্তর
সুন্দরবন পূর্ব বন¨প্রাণী অভয়ারণ¨	বন অধিদপ্তর
সুন্দরবন দক্ষিণ বন¨প্রাণী অভয়ারণ¨	বন অধিদপ্তর
সুন্দরবন পশ্চিম বন¨প্রাণী অভয়ারণ¨	বন অধিদপ্তর
সুন্দরবন - ECA	পরিবেশ অধিদপ্তর

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাক ক্লাস্টার ও সাইটসমূহ

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্লাস্টার

রক্ষিত এরিয়া	অধিদপ্তর
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	বন অধিদপ্তর

27

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

28

নিসর্গ রক্ষিত এলাকা নেটওয়ার্ক ঃ কি ?

- ক্রমবর্দ্ধমান সহ-ব্যবস্থাপনাধীন জলাভূমি ও বনভূমির জন্য সাধারণ নেটওয়ার্ক
- বন অধিদপ্তর রক্ষিত এলাকাসমূহে অর্থাৎ জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যসমূহে সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক চালু করেছে ও সহায়তা প্রদান করছে
- মৎস্য অধিদপ্তর উন্মুক্ত জলাভূমিগুলোতে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলাভূমি সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার পথ প্রদর্শন করছে
- পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকাগুলোতে অংশগ্রহণমূলক সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু করেছে ও সহায়তা প্রদান করছে

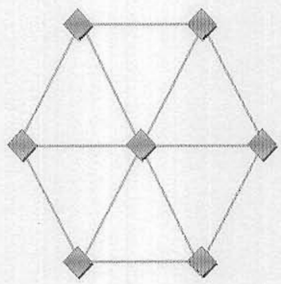

নেটওয়ার্কের অংশীদার

- বাংলাদেশ সরকার
  - পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর; এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর
  - স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ
  - ভূমি মন্ত্রণালয়
  - অর্থ মন্ত্রণালয়
- **স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী, সুশীল সমাজ, যুব সম্প্রদায় এবং বাস্তবায়ন সহযোগী অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহ**
- কৌশল, কর্মসূচি এবং কর্মপরিকল্পনা
  - জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশল
  - জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা
  - জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা
  - নিসর্গ রূপকল্প - ২০১০

নেটওয়ার্কের সহায়তা প্রদানকারী

- ইউএসএআইডি'র-অর্থায়নে আইপ্যাক প্রকল্প বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তররের আওতাধীন রক্ষিত বনভূমি ও জলাভূমিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানিকরণ ও সম্প্রসারণ করছে
- আরণ্যক ফাউন্ডেশন
- জিটিজেড
- আইইউসিএন এবং সুইস উন্নয়ন সংস্থা
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
- জিইএফ

জাতীয় নেটওয়ার্ক: কেন ?

- বাংলাদেশের বনভূমি ও জলাভূমিসমূহ উৎপাদনশীলতার দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বাস্তু পর্যায়ের বৈচিত্র্য সম্পন্ন
  - লোভ এবং অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ এসকল জলাভূমি ও বনভূমিকে বিনষ্ট করছে
- যুগ যুগ থেকে স্থানীয় জনগণ জলাভূমি ও বনভূমির টেকসই ব্যবহার করে আসছে
  - এই প্রাকৃতিক সম্পদ বিধ্বংশের মাধ্যমে এর উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও দরিদ্রতার গভীরে ঠেলে দিচ্ছে
- পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে জড়িত করা ছাড়া প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নয়
  - অংশীদারিত্বমূলক সহ-ব্যবস্থাপনা দ্বারা একই সাথে বাস্তু পর্যায়ের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনে ভূমিকা রাখা সম্ভবপর
- সমগ্র বাংলাদেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা
  - সহ-ব্যবস্থাপনা ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

নিসর্গ নেটওয়ার্কের মূলনীতিসমূহ

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ: নিসর্গ নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট রক্ষিত বনভূমি অথবা জলাভূমির মূল (Core) অংশকে প্রাকৃতিক ভাবে সংরক্ষণ করা
  - রক্ষিত এলাকা যেভাবে আইন/বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; বৃহত্তর জলাভূমির ক্ষুদ্র অংশ যেভাবে অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষিত সেভাবে নেটওয়ার্কের আওতায় প্রতিটি বনভূমি এবং জলাভূমি রক্ষণাবেক্ষণ করা
- **যৌথ ব্যবস্থাপনা: নেটওয়ার্কের আওতায় প্রতিটি রক্ষিত এলাকা প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যে সহযোগীতার মাধ্যমে সংরক্ষিত**
  - এই সহ-ব্যবস্থাপনামূলক সংগঠনগুলো সরকার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত
- দরিদ্রমুখী: সহ-ব্যবস্থাপনাধীন রক্ষিত এলাকাগুলোতে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকা
  - নেটওয়ার্কের আওতায় রক্ষিত এলাকা থেকে পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধাদি প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ সংরক্ষণের কাজে জড়িত করে তাদের জন্য স্থায়ী আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা রাখা যা তাদের জন্য উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে

33

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

কেন এটি কাজ করবে ?

কেননা সংরক্ষণ করা হলে পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক সুবিধাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে

এবং এই ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের **ক্ষমতায়ন** এবং দায়িত্ব বন্টন/পালনের উপর নির্ভরশীল

34

নিসর্গ নেটওয়ার্ককে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারী কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রসমূহ

- রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের জন্য নেতৃত্ব প্রদান
  - অবৈধভাবে গাছ কাটা, পানিসেচ, জবরদখল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন ছাড় না দেয়া
- সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়নের জন্য অংশিদারীত্ব জোরদারকরণ
  - কমিউনিটি পেট্রোলিং দল
  - বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় পুলিশ, বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সুশাসনের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা
  - স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, প্রতিনিধিত্বমূলক
  - ন্যায়সঙ্গতভাবে সুবিধাদি বন্টনের ব্যবস্থা

35

নিসর্গ নেটওয়ার্ককে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারী কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রসমূহ

- দরিদ্র পরিবারের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক ও সংরক্ষণ সহায়ক জীবিকায়ন সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান
  - সমাজিক বনায়ন লভ্যাংশ চুক্তির ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবার ও কমিউনিটি পেট্রোলিং দলকে অগ্রাধিকার প্রদান
  - ইকোট্যুর গাইড, ইকোকটেজ মালিক, স্থানীয় হস্তশিল্প উৎপাদনকারী
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান
  - সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে পরামর্শ করা ও কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান
  - সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নেতবৃন্দের সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকিত 'ভাল কাজ অনুশীলন' বিষয়ক তথ্য বিনিময়

36

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

জলবায়ু পরিবর্তন

37

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

জলবায়ু পরিবর্তন কি ?

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত।

38

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- শিল্পায়ন ও খনিজ জ্বালানী পোড়ানো
- গ্রীন হাইজ গ্যাসের প্রভাব
- বন ধ্বংস ও পাহাড় কাটা
- জলাভূমি ভরাট
- নদীপথের স্বাভাবিক গতিরোধ
- অবকাঠামো

39

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে যাতে দেশের ১৮% এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যাবে
- বৃষ্টিপাতের সময়ের ব্যাপ্তি ষাটের দশকের চেয়ে অনেকগুণ বেড়েছে
- বন্যার আকস্কিকতা, সংখ্যা ও স্থায়ীত্ব এবং খরা বেড়েছে অনেক গুণ
- শুষ্ক মৌসুমে সাগরের লবনাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিমি পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করছে
- সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাড়ছে যা উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা ও উন্নয়নকে ব্যাহত করছে
- সর্বোপরি দরিদ্র ও জনবহুল এদেশে কৃষি তথা খাদ্যনিরাপত্তায় সংকট সৃষ্টি করছে

40

অভিযোজন পরিকল্পনা

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- পানিঃ বৃষ্টির পানি ধারণ, পানি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কৌশল, ব্যবহৃত পানি পুনরায় ব্যবহার, লবনাক্ততা দূরীকরণ, পানির ব্যবহার ও সেচের দক্ষতা
- কৃষিঃ রোপনের দিন নির্ধারণ এবং শস্য বৈচিত্র্য, শস্যের স্থান পরিবর্তন, ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, যেমন- বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ
- অবকাঠামো (উপকূলীয় অঞ্চলসহ)ঃ পুনর্বাসন, সামুদ্রিক দেওয়াল এবং ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধ, বাঁধ, ভূমি অধিগ্রহণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও বন্যার বাফার জোন হিসাবে জলাশয় তৈরি, প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবহার
- জনস্বাস্থ্যঃ সু-স্বাস্থ্য কর্মপরিকল্পনা, জরুরী স্বাস্থ্য সেবা, জলবায়ুজনিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
- যোগাযোগঃ পুনর্বিন্যাস ও পুনর্বাসন; রাস্তার নতুন ডিজাইন পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে মানানসই অবকাঠামো

41

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা

42

সহ- ব্যবস্থাপনা (Co-management) কি?

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- সহ-ব্যবস্থাপনা হলো কোন একটি এলাকা বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশিদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ (Borrini-Feyerbund. IUCN:2000)
- প্রজ্ঞাপন: সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সকল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০০৬ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১০, ২০০৬

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কি?

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- বাংলাদেশ বন বিভাগ জন্মলগ্ন থেকেই বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নিয়োজিত। বস্তুত:পক্ষে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বন ও বনজ সম্পদ এর সুষ্টু ব্যবহার ও সরকারী রাজস্ব আহরণ বন ব্যবস্থাপনার মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে কালের প্রবাহে এটা প্রতীয়মান যে, বন বিভাগ এর পক্ষে একা একা এই সম্পদ রক্ষা বা ব্যবস্থাপনার কাজটি শুধুমাত্র কঠিনই নয় দু:সাধ্য ও বটে। এর কারণ বন বিভাগ এর সামর্থ্য ও সম্পদ এর সীমাবদ্ধতা। এ ছাড়াও বিশ্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় জনগনের সহায়তা ও অংশগ্রহন ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে সম্পদ সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।
- এ কারণে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে এবং এই অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হবে ***উয়ঁরঃধনষব ইবহবভরঃ ঝযধৎরহম অর্থাৎ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার এর সুষম বন্টন।*** অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষনের এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- *বাংলাদেশ সরকার প্রজ্ঞাপনের (পরম/পরিশা/৮/নিসর্গ/১৩৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮, তারিখ ২৩/১১/২০০৯) মাধ্যমে বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের অনুমোদন প্রদান করেছেন।*

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কি?

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন-দ্বিস্তর বিশিষ্ট। প্রথম স্তর বা নীতি নির্ধারনী স্তর হিসাবে কাজ করবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি।
- এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সাধারণ দরিদ্র মানুষ বা সম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবেন পিপলস্ ফোরাম (চবড়ঢ়ষবং ঋড়ৎঁস)। মূলত: এই ফোরাম সাধারণ মানুষের **'কথা বলার মঞ্চ'** হিসাবে কাজ করবে।

দ্বিতীয় স্তর mention করা হয়নি

45

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য?

- প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার মাননীয় সাংসদ, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন যথাক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ফরেষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা।
- এই কাউন্সিলের সদস্য হবেন সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার সহকারী বন সংরক্ষক সহ বীট কর্মকর্তাবৃন্দ ও পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ এর দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলকার সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি পেট্রোল দল এর প্রতিনিধিবৃন্দ ও এই কাউন্সিলের সদস্য হবেন ।
- কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হবে? সর্বোচ্চ ৬৫ জন এবং এর মধ্যে ন্যুনতম ১৫ জন থাকবেন মহিলা।

46

৭৮

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

কাউন্সিলের সদস্যপদের সময়সীমা কি?

সহ- ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর। কাজেই পরিষদের সকল সদস্যপদ হবে চার বছর মেয়াদী। এরপর সংশ্লিষ্ট সদস্য অবসরে যাবেন। পরবর্তী সময়ের জন্য প্রত্যেক স্টেকহোল্ডার দল তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য/সদস্যাদেরকে নির্বাচন করবেন। যারা দু'কার্যকালে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা একটি কার্যকাল বিরতি দেয়ার পর পুনরায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

47

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্য্যপরিধি

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের দায়িত্ব হচ্ছে মূলত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা, গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন করা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা। এই কাউন্সিল সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম বাস্তবায়নে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য?

- সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্যরা ক্যাটাগরী অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচন করবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবেন সর্বোচ্চ ২৯ জন এবং এর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে উপদেষ্টা হবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। সদস্যরাই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্য হতে সভাপতি নির্বাচিত করবেন।
- কমিটি প্রতিমাসে সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন ও পরবর্তী মাসের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করবেন।

49

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

কমিটির সদস্যপদের সময়সীমা কি?

- সহ- ব্যবস্থাপনা কমিটির সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর।
- একজন সদস্যকে পরপর দু'বারের বেশি কমিটিতে থাকবেন না। ন্যূনতম ১ বছর বিরতি দিয়ে পুনরায় নির্বাচনের উপযুক্ত হতে হবে।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্য্যপরিধি

- এই কমিটির কাজ হচ্ছে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা। পাশাপাশি এই কমিটি রক্ষিত এলাকার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এছাড়া রক্ষিত এলাকা সংশ্লিষ্ট জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর নিমিত্তে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। যেমন- রক্ষিত এলাকা হবে প্রাপ্ত সুফল এর ন্যায় সংগত বন্টন, ভূমি জোনিং এর মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন এর অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ইত্যাদি।
- এই কমিটি রক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে যাবতীয় অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটকবৃন্দের জন্য ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নির্মানের পরিকল্পনা করবেন। কমিটি প্রাকৃতিক বন সংরক্ষনার্থে পাহারাদার নিয়োগ করবেন।
- সর্বোপরি রক্ষিত এলাকা ভ্রমনকারীদের নিকট থেকে প্রবেশমূল্য, পার্কিং ফি, পিকনিক স্পট ফি ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা বিধিমোতাবেক সরকারী কোষাগারে জমাদানের ব্যবস্থা করবেন ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রাপ্ত আয়ের ৫০% অনুদানের টাকা পরিকল্পনাও বাজেট অনুযায়ী ব্যয় করবেন।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে সুফল পাওয়া যেতে পারে?

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের ফলে দু'ভাবে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ

স্থানীয়ভাবে-বিভিন্ন উদ্যোগ গড়ে উঠবে যা অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে। উদ্যোগগুলোর মধ্যে আন্যতম -

১. ইকো ট্যুরিজম ব্যবসা
২. বাঁশ চাষ ও বিক্রি
৩. উন্নত চুলা এবং বায়োগ্যাস উদ্যোগ
৪. হস্তশিল্প
৫. মৎস্য চাষ ও বিক্রয়, এবং
৬. নার্সারী ব্যবসা

দ্বিতীয়তঃ

- জীব বৈচিত্র সংরক্ষিত হবে ;
- বনজ সম্পদ)/ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ;
- মানুষের আয় বৃদ্ধি
- পারস্পারিক সংহতি বৃদ্ধি পাবে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কাঠামো

- মাননীয় সাংসদ - উপদেষ্টা
- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান - উপদেষ্টা
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - উপদেষ্টা
- সদস্য:
- সুশীল সমাজ :

(ক) গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী

- সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা (সর্বোচ্চ) ৫ জন

(খ) স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার ঃ

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও) ১ জন
- সহকারী বন সংরক্ষক ১ জন
- সংশ্লিষ্ট ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার ১ জন
- সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/
- স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ) ৫ জন
- পুলিশের বিভাগের প্রতিনিধি ১ জন
- পার্শ্ববর্তী ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার ১ জন
- বি.ডি.আর/কোস্টগার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১ জন

53

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার
- ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৫ জন
- (ন্যূনতম দুই জন মহিলা এবং এক জন পুরুষ সদস্যসহ)

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠী

- বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৪ জন
- স্থানীয় নৃতাত্তিক জনগোষ্টীর প্রতিনিধি ৩ জন
- বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি ৫ জন
- কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি ৫ জন
- পিপলস্ ফোরাম/সম্পদ ব্যবহারকারী
  ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ২২ জন
- রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রাম সমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হবে মহিলা।

(ঘ) অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৫ জন

- - কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- - মৎস্য অধিদপ্তর
- - পরিবেশ অধিদপ্তর
- - যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- - সমাজ সেবা অধিদপ্তর

54

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কাঠামো

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হবে।সদস্য সচিব সভা আহবান করবেন। প্রয়োজনে সদস্য সচিব ৭ দিনের নোটিসে সভা আহবান করতে পারবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকবে । তন্মধ্যে ন্যুনতম ১৫জন মহিলা সদস্য থাকবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবে । প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হবে। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন ।

৫৫

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যপরিধি

- স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা ;
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা ;
- রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা ;
- রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্ধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;
- বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা ।

দ্বন্দ্ব
↓
not sure

৫৬

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামোঃ

- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও) উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)

সদস্য:

- সহকারী বন সংরক্ষক ১ জন (পদাধিকারবলে)
- সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য-সচিব) ১ জন (পদাধিকারবলে)

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি

- (একজন অবশ্যই মহিলা হবেন) ২ জন
- সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ২ জন
- পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি ৬ জন
- বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি ২ জন
- বনজ সম্পদ ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ১ জন
- নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি ২ জন
- পেট্রোলিং গ্রুপের প্রতিনিধি ৩ জন

57

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

- (পুলিশ, বি.ডি.আর, কোস্ট গার্ড) ২ জন
- সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ১ জন

সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার /

- স্টেশন অফিসার-সর্বোচ্চ ৫ জন
- পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ অফিসারগণ - ১ জন
- সদস্যদের মধ্যে ন্যুনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে।

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে ।c`vwaKvie‡j মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন ।
- কোন ব্যক্তিই একাধিক্রমে দুইবারের বেশী মেয়াদের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন।
- কমিটির হিসাবাদি সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

58

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি স্থাপিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডাদি সংরক্ষণ করবে। উপদেষ্টারগণের দিক-নির্দেশনামতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলীর জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

- কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হবে।
- কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যুনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

59

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি

- রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;
- রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল গড়নরষরুধঃরড়হ এর ব্যবস্থা করা ;
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা ;
- রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (খধহফংপধঢ়ব) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস্ ফোরামের সহযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা ;
- রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- রক্ষিত এলাকার বন বিভাগ সহ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মাঝে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বন্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;

60

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভূমি জোনিং কার্যক্রম এবং হেবিটেট পূনরুদ্ধার পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে যথাযথ বিবেচনান্তে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
- রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পিপলস্ ফোরামের সমর্থনমূলে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও তা রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তিসংগত ভাবে বন্টন নিশ্চিত করা;
- সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্ধ দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা ;
- সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণে যথার্থভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা ;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করা ;
- পিপলস ফোরামের সহযোগিতাক্রমে ছাত্রদের ডরমিটরি, দর্শকদের সুবিধাদিসহ কমিউনিটির সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- বাফার জোনে বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা ;
- রক্ষিত এলাকার বা কোর এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;
- বাফার জোনে বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা ;

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

যৌথ পেট্রোলিং

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

যৌথ পেট্রোলিং কি?

- যৌথ পেট্রোলিং হচ্ছে বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সংঘবদ্ধ সদা সতর্ক প্রক্রিয়া
- রক্ষিতএলাকার ভিতর ও আশেপাশের জনগণ হতে বাছাইকৃত লোক দ্বারা এই সংঘবদ্ধ দল গঠিত হয়
- যৌথ পেট্রোলিং দল, বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি যৌথভাবে এই প্রক্রিয়ায় জড়িত।

63

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্য যেভাবে নির্ধারিত হবেন

- যাদের বয়স ১৮-৫০ বছরের মধ্যে অথচ সমাজবিরোধী/রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নয়
- যাদের আয়/রোজগার বনের উপর নির্ভরশীল এমন পরিবারে সক্ষম পুরুষ/মহিলা সদস্য
- ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্প দলের সদস্য
- নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প কর্তৃক সংগঠিত ফরেস্ট ইউজার গ্রুপের সদস্য
- ফরেস্ট ভিলেজার
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সক্ষম সদস্য
- স্থানীয় প্রয়োজনে ও সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ফরেষ্ট বিট অফিসার নিকটবর্তী এলাকার কাউন্সিল সদস্যের সহায়তায় প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত সদস্যদের তালিকা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উত্থাপন করবেন
- কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পেট্রোলিং দলের সদস্য নির্বাচন চূড়ান্ত হওয়ার পর তাদের তালিকা ও এক কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিসে সংরক্ষণ করা হবে।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

যৌথ পেট্রোলিং দল যে সকল দায়-দায়িত্ব পালন করবেন

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা সাপেক্ষে যৌথ পেট্রোলিং দলের জন্য সুনির্দিষ্ট টহল এলাকা নির্ধারণ করা হবে যা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে
- প্রতিদিন যৌথ পেট্রোলিং দল ও ফরেস্ট গার্ড একসাথে টহলে অংশগ্রহণ করবেন
- মাসে কমপক্ষে দুইবার পেট্রোল দলের সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট বিট অফিসারের/ক্যাম্প অফিসারের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সমগ্র এলাকা টহল দেবে। টহল দলের সদস্যগণ টহল এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করবেন এবং তা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে
- পেট্রোলিং দল তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করবেন। যেমনঃ অবৈধ গাছ, মাটি, পাহাড় কাটা, শিকার করা, ফাঁদ, পাতা, লাকড়ী সংগ্রহ, ছন কাটা, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বনে আগুন দেয়া, বনজ সম্পদ অবৈধভাবে দখল করা ইত্যাদি

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন অধিদপ্তরের অফিস/নিকটবর্তী কাউন্সিল সদস্যকে জানাবেন এবং তা আটকে সহায়তা করবেন
- বনজ সম্পদ আটক করলে নির্ধারিত ছকে তার লিস্ট তৈরী করবেন ও নিকটস্থ ক্যাম্প/বিট অফিসে বুঝিয়ে দেবেন। সিজার লিস্টে দ্রব্য গ্রহণকারী ও প্রদানকারী তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ পূর্বক স্বাক্ষর প্রদান করবেন
- প্রতি পনের দিন পর পর টহল দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একটি প্রতিবেদন বিট অফিসারের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে ১৫ দিনের অবস্থা উল্লেখ থাকবে
- পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন
- যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যরা তাদের টহল সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিবের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

পিপলস ফোরাম

67

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

পিপলস ফোরাম কি?

- পিপলস ফোরাম হলো রক্ষিত এলাকার মধ্যের এবং আশেপাশের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি সংগঠন বা প্লাটফর্ম। এ সকল জনগোষ্ঠী মূলত: বন ও জলাভূমির আশেপাশে বসবাসকারী, বন ও জলাভূমির সম্পদ ব্যবহারকারী এবং তার উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পুরুষ, মহিলা এবং যুব জনগোষ্ঠী
- এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সাধারণ দরিদ্র মানুষ বা সম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবেন পিপলস ফোরাম। মূলত: এই ফোরাম সাধারণ মানুষের 'কথা বলার মঞ্চ' হিসাবে কাজ করবে।

68

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

পিপলস ফোরাম যেভাবে গঠিত হবে

- রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রামসমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে পিপলস ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস ফোরাম প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে।
- প্রতিটি রক্ষিত এলাকার ল্যান্ডস্কেপের আওতাধিন গ্রাম/পাড়াসমূহে বন,জলাভূমির আশেপাশের বসবাসকারী,বন ও জলাভূমির সম্পদ ব্যবহারকারী এবং তার উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পুরুষ,মহিলা এবং যুব জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি করে ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ) গঠিত হবে
- প্রতিটি ভিসিএফ এর সদস্যদের মধ্যে দুই জন করে অগ্রনি সদস্য পিপলস ফোরামের সদস্য হবেন। পিপলস ফোরামের সদস্যরা ভিসিএফ হতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হবেন
- পিপলস ফোরামের শতকরা ৩৩% মহিলা প্রতিনিধি বা সদস্য থাকবে
- পিপলস ফোরাম কমপক্ষে প্রতি ৬ মাস অন্তর একটি সভা আয়োজন করবে

69

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- পিপলস ফোরামের সদস্যরা মিলে ৯-১১ জনের একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করবে যা ৩৩% ভাগ হবে মহিলা
- এই নিবার্হী কমিটি আলোচনা বা গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে
- ২ বছরের জন্য এই নির্বাহী কমিটি নিবার্চিত হবে কিন্তু কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনিয়ম প্রমাণিত হলে পিপলস ফোরামের সাধারণ সদস্যরা তা ভেঙ্গে দিতে পারবেন এবং নতুন নির্বাহী কমিটি গঠন করবেন।

70

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

পিপলস ফোরামের সদস্যদের দায়-দায়িত্ব

- স্থানীয় বনের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন জীবিকার বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত করার সুপারিশ করা
- স্থানীয় রক্ষিত এলাকার বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সক্রিয় হওয়া এবং দায়িত্ব পালন করা
- বন বিভাগ ও সহব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে মিলে বনায়ন, সামাজিক বনায়ন,অংশীদারী বনায়ন, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করা
- স্থানীয় বনের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কি ধরণের বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করা এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত করার সুপারিশ করা। যার ফলে জীববৈচিত্রের এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

- ল্যান্ডস্কেপ এর টেকসই উন্নয়নের জন্য রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা
- সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোন সহায়তার প্রয়োজন হলে তা প্রদান করা
- সর্বোপরি, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব, যাতে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় হয় তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সহায়তা করা।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

আইপ্যাকের এআইজি এবং ভেলু চেইন কার্যক্রম

- আইপ্যাকের সহায়তায় স্থায়িত্বশীল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান
- কৃষি, মাছ চাষ, বাঁশ, কৃষি বনায়ন, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন, হস্তশিল্প এবং উন্নত চুলা

73

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

74

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কি ও তা প্রনয়নের পদ্ধতি কি?

- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রনীত রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা সুষ্টুভাবে সম্পাদনের জন্য গৃহীত কর্মসূচী ও প্রাক্কলিত আয়- ব্যয় এর তালিকা।
- একটি পদ্ধতিগত উন্নয়ন প্রচেষ্ঠা যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিবিধ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে চাহিদা মাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পরিকল্পনায় যে সব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে তা হচ্ছে:
- আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম
- মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক উন্নয়ন ও জীবিকায়ন কর্মসূচী
- ল্যান্ডস্কেপ ব্যবস্থাপনা
- ভৌত সুযোগ সুবিধা উন্নয়ন
- দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য কি?

- এই পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা প্রনয়ন থেকে পরিবীক্ষন পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরের সাথে সম্পৃক্ত করা ও প্রকৃত অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। একই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বা ধাপ সমূহ কি কি?

- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বা ধাপসমূহ নিম্ন রুপঃ
- ধাপ ১: এফ ডি কর্তৃক সাইট ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ।
- ধাপ ২: এফ ডি কর্তৃক পরিকল্পনা কাঠামো পর্যালোচনা (প্রজেক্ট প্রোফর্মা, ম্যানেজম্যান্ট প্লান ইত্যাদি)
- ধাপ ৩: সি এম সি এবং এফ ডি 'র মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের দিনব্যাপী পরিকল্পনা কর্মশালা।
- ধাপ ৪: ডিএফও কর্তৃক পরিকল্পনা কাঠামোর আলোকে প্রস্তাবনা পর্যালোচনা।
- ধাপ ৫: সংশোধিত প্রস্তাবনা আঞ্চলিক কর্মশালায় উপস্থাপন ও সি এম সি এবং এফ ডি 'র মাঠ পর্যায়ের
- কর্মচারী কর্তৃক প্রস্তাবনা পর্যালোচনা।
- ধাপ ৬: ডিএফও কর্তৃক প্রস্তাবনা পূনঃ পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য সিএফ এর নিকট প্রেরণ।
- ধাপ ৭: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণ।
- ধাপ ৮: সি এম সি 'র নিকট বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেরণ।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা কি অর্জন করতে চাই?

- পরিকলাপনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষিত হবে; অবৈধ বৃক্ষ নিধন বন্ধ হবে; এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার ইতিবচিক পরিবর্তণ ঘটবে; রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে ও দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস কি?

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। এই উৎসগুলো হচ্ছে নিম্নরুপ:

- প্রবেশ মূল্য ও অন্যান্য ফি বাবদ সংগৃহীত আয়ের ৫০% সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন ও গ্রহণের মাধ্যমে দাতা সংস্থা খেকে তহবিল সংগ্রহ
- বিভিন্ন ব্যক্তি কিম্বা পতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
- বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সরবরাহের মাধ্যমে ট্যুরিষ্ট সপ এর মালিক, ইকো ট্যুর গাইড ও পর্যটকদের নিকট থেকে আয়
- সংগৃহীত অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের নামে খোলা ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত থাকবে।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

অগ্রগতি প্রতিবেদন কি ভাবে প্রনয়ন করা হবে ও কার বরাবরে প্রেরণ করা হবে

- সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করে সদস্য সচিব মাসিক প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের প্রতিবেদন প্রনয়ন করে বিভাগীয় কর্মকর্তা ও সিএফ মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।
- মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- প্রতিমাসের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ও প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে-
- কতগুলো গাছ ঐ মাসে অবৈধভাবে কাটা গেছে এবং কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- ঐ মাসের মোট বন মামলার সংখ্যা।
- ঐ মাসের বন্য প্রাণী শিকারের ঘটনার সংখ্যা, আসামীর নাম ও কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- ঐ মাসের বনে আগুন লাগানোর সংখ্যা এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার পরিমান, আগুন লাগার কারণ, অপরাধীর নাম ও গৃহীত ব্যবস্থা।
- বনায়নে সম্পৃক্ত অংশগ্রহনকারী/উপকারভোগীর সংখ্যা ও নাম (সংযোজন করতে হবে)।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ছকের নমুনা

১. আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম

২. বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৩. জীবিকায়ন কর্মসূচী

৪. সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন কার্যক্রম

৫. দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৬. মনিটরিং ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

৪১

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

প্রয়োজনীয় আইন

৪২

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন

- বন্যপ্রাণী রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ ১৯৭৩' জারি করে। অতঃপর 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) বিধি, ১৯৭৪' হিসাবে ১৯৭৩ সালের এই আইন সংশোধিত, সম্প্রসারিত ও পুনঃবিধিবদ্ধ হয়। সংশোধিত বিধিতে আছে ৪৮ ধারা ও ৩ তফশিল। এতে রয়েছে: বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, অভয়ারণ্য, জাতীয় পার্ক ও শিকারভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা; আইনভঙ্গকারীর জন্য জরিমানা ও শাস্তি; বন্যপ্রাণী আমদানি ও রপ্তানি; ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠন; সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য; এবং এই আইনের ভিত্তিতে বিধি-বিধান প্রণয়ন। এই তফশিলে বন্যপ্রাণীর একটি তালিকা রয়েছে, তাতে অন্তর্ভুক্ত যেগুলির শিকার অনুমতি সাপেক্ষে বৈধ; যেসব প্রাণী এবং তাদের সংরক্ষণযোগ্য অংশ ও মাংস রাখা, হস্তান্তর ও ব্যবসার জন্য অনুমতিপত্র প্রয়োজন; যেগুলি শিকার, হত্যা বা ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

83

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

বন আইন

১৯২৭ সালের বন আইন সংশোধিত রূপ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানসহ এখনও বাংলাদেশে বন পরিচালনার মৌলিক আইন হিসাবে রয়ে গেছে। সংরক্ষিত বন সুরক্ষার ওপর এই আইনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই আইনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: বন আইনের অধিনে বনভূমির ওপর সকল অধিকার ও দাবি সংরক্ষণের সময় নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই আইনে যে-কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠিকে কোন ধরনের নতুন অধিকার প্রদান নিষিদ্ধ; বন বিভাগের অনুমতি ব্যতীত সংরক্ষিত বনের অভ্যন্তরে যে-কোন কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ; অধিকাংশ আইনের লঙ্ঘনই আদালতে মামলাযোগ্য এবং সর্বনিম্ন শাস্তি ২,০০০ টাকা জরিমানা এবং/অথবা দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড; এই আইন সংরক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলস্রোতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বন বিভাগকে প্রদান করেছে।

84

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

ইট-পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন

- ইট-পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৯ অনুসারে ইট পোড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে অনুমোদনপত্র নিতে হয়। ইটের ভাটিতে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং নিয়মভঙ্গ করলে অনুমোদনপত্র বাতিল সহ ৫০,০০০ টাকা জরিমানা বা ৬ মাসের জেল হতে পারে।